বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা।

বাশিএ/প্রশাঃ/অ-৯৪/০৭/ ১২৭৩ তারিখঃ ৩/০৪/১২

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ শ্রান্তি ও বিনোদন উদ্দেশ্যে পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুরী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর অধীনস্থ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি-এর গবেষণা কর্মকর্তা জনাব জিতেন চাকমা-এর ০৮-০৩-১১ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে তাকে শ্রান্তি ও বিনোদন উদ্দেশ্যে প্রাপ্য ভাতা হিসেবে তার মার্চ, ২০১১ মাসে গৃহীত মূল বেতনের সমপরিমাণ ১৩,৯৪০/= (তের হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকা মঞ্জুরীসহ আগামী ২৭-০৪-১১ তারিখ হতে ১১-০৫-১১ তারিখ পর্যন্ত বা ছুটি ভোগের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) দিনের পূর্ণ বেতনে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

(অরুণ চন্দ্র মন্ডল)
উপ-সচিব (চঃ দাঃ)

জনাব জিতেন চাকমা
গবেষণা কর্মকর্তা
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট
খাগড়াছড়ি।

বাশিএ/প্রশাঃ/অ-৯৪/০৭/ তারিখঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সভাপতি, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, খাগড়াছড়ি।
২। উপ-পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপ-বিভাগ, বাশিএ।
৩। উপ-পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি।

(মোঃ আফজাল হোসেন)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর।

নং মনিঃ বিঃ/৫৫৮৯(২)/অংশ-১/৯৫/২০০৪ তারিখঃ ০১/০৭/২০০৪ খ্রিঃ

বিষয় ঃ "রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী স্থাপন (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নোক্ত প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০০৩ এ সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের উপর অত্র বিভাগের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

২। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

(ড. মোঃ ইদ্রিস আলী দেওয়ান)
মহা-পরিচালক
ফোন ঃ ৮১১২৮০২

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

নং মনিঃ বিঃ/৫৫৮৯(২)/অংশ-১/৯৫/২০০৪/2078 তারিখঃ ০১/০৮/২০০৪ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ

১। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। যুগ্ম সচিব, বাজেট অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিবেদনের ১১.১ ও ১২.১ অনুচ্ছেদের প্রতি দৃঃ আঃ পূর্বক)।
৪। যুগ্ম-প্রধান, স্কাইসোয়াম উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী স্থাপন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ঢাকা।
৭। প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ঢাকা।
৮। পরিচালক (সমন্বয় ও ডাটা প্রসেসিং সেক্টর) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সমাপ্ত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন

(ডিসেম্বর, ২০০৩)

১। প্রকল্পের নাম : "রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং মনিপুরী ললিতকলা একাডেমী স্থাপন (৩য় সংশোধিত)।

২। প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী, মৌলভীবাজার ও খাগড়াছড়ি।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্র:সা:)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্র:সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র:সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩০৬.০০	৫৪১.০৪	৫২৫.০৪	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ১৯৯৮	জুলাই, ১৯৯৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩	জুলাই, ১৯৯৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩	২১৯.০৪ ৭১.৫৮%	৫ ১/২ বছর (১৮৩.৩৩%)

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন : (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের অংগের নাম (অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী)	পরিকল্পনা লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	২৪.৫২	০৬ বিঘা	২৪.৫২ (১০০%)	৬ বিঘা (১০০%)
২	ক) অডিটরিয়াম, জাদুঘর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক ভবন নির্মান	২৪৮.৮৯	১৮২৯.২৮ ব:মি:	২৪৮.৮৯ (১০০%)	১৮২৯.২৮ ব:মি: (১০০%)
	খ) ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ	৯.৪৬	৯২ ব:মি:	৯.৪৬ (১০০%)	৯২ ব:মি: (১০০%)
৩	বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ	৩৪.০৪	৭৫০.০৭ ব:মি:	৩৪.০৪ (১০০%)	৭৫০.০৭ ব:মি: (১০০%)
৪	অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	১১.৩১	১১৭৬.২০ ব:মি:	১১.৩১ (১০০%)	১১৭৬.২০ ব:মি: (১০০%)
৫	ওয়ার্ক চার্জ ও কন্টিজেন্সী (মূল কাজের ৭.৫% হারে)	২৪.০৭	মূল কাজের ৭.৫%	২৪.০৭ (১০০%)	থোক (১০০%)
৬	বৃক্ষ রোপন	০.৬০	থোক	০.৬০	থোক (১০০%)
৭	যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩৬.৩৩	থোক	৩২.৫৩ (৮৯.৫৪%)	থোক (১০০%)
৮	আসবাবপত্র	২৪.৩০	থোক	২৩.৬৮ (৯৭.৪৫%)	থোক (১০০%)
৯	যানবাহন	৫৯.৭৫	০৩ টি	৫৯.৭৪ (১০০%)	০৩ টি (১০০%)
১০	জনবল	২৯.৮১	৪৪ জন	২২.৫০ (৭৫.৪৭%)	৪৪ জন (১০০%)
১১	টেলিফোন বিল	৩.০০	৪ টি	১.৫৬ (৫২%)	০৩ টি (৭৫%)
১২	যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১৩.৫০	থোক	১০.৭৭ (৯৭.৭৮%)	থোক (১০০%)
১৩	অফিস ভাড়া	২.৯৬	থোক	২.৯৬	থোক (১০০%)

যথাক্রমে ৯৭.০৪% এবং ৯৭% অর্জিত হয়েছে। পিপি সংস্থানুযায়ী ০৪টি টেলিফোনের মধ্যে ০৩ টি টেলিফোন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৮.১। পটভূমি ঃ রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি সুপ্রাচীন। বিগত ২৩-১০-৯৪ খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানা সফরকালে উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় শহরে একটি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়নি। স্বাধীনতাত্তোর কাল হতে এ জেলার উপজাতীয় সংস্কৃতি দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক ধারাকে জিইয়ে রেখেছে। অত্র জেলার উপজাতীয় জনগণের আশা-আকাংখার যথার্থ মূল্যায়ন করে প্রধানমন্ত্রী খাগড়াছড়ি জেলা সফরে এসে অত্র জেলায় একটি পূর্ণাংগ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকার করেন। অপরদিকে বৃহত্তর সিলেট জেলায় বসবাসরত মনিপুরী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি সুপ্রাচীন ও বিশ্বনন্দিত। এ অঞ্চলে বসবাসরত মনিপুরী উপজাতীয় জীবনযাত্রা ও তাঁদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মনিপুরী উপজাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৭ সালে "মনিপুরী ললিতকলা একাডমী" স্থাপিত হয়। ১৫-৭-১৯৯৩ খ্রি : তারিখে বাংলাদেশ মনিপুরী যুব কল্যাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে একাডেমীটিকে সরকারী করণের আবেদন জানালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করেন।

৮.২। দেশের এ তিনটি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা, ভাষা, ধর্মীয় আচার-আচরন, সামাজিক প্রথা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি সম্বলিত জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারাকে সমৃদ্ধ করা তথা দেশের আধুনিক সংস্কৃতির অঙ্গনে উপজাতীয় সংস্কৃতিকে পরিচালিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৩। শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প সারপত্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির সারপত্র ২২-১০-৯৫ খ্রি : তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ৩০৬.০০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ১৯৯৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৩১-১০-৯৫ খ্রি : তারিখে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৫-৭-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে ডিপিইসি সভায় সুপারিশের আলোকে ২৬-১০-১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে পিপির উপর সরকারী অনুমোদন জারী করা হয়। নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে কাজ সম্পাদিত না হওয়ায় ২৫-০২-২০০১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সুপারিশে সংশোধিত প্রকল্প ৫৩০.৯২ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০২-৭-২০০১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কোন কোন খাতে ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ২৬-০১-২০০৩ তারিখে ডিপিইসি'র সুপারিশের আলোকে আন্তখাত সমন্বয় পূর্বক ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৫৩০.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে ডিসেম্বর ২০০২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬-০৪-২০০৩ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ঘটনাত্তোর অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে সমাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮-০৯-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ৫৪১.৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৫-০৯-২০০৩ তারিখে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ ১৫-০৫-১৯৯৬ হতে ০৬-১০-১৯৯৮ পর্যন্ত একজন অবসর প্রাপ্ত যুগ্নসচিবকে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে উক্ত মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১০-১৯৯৮ হতে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলার একাডেমীর দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে তিন জন সচিব বদলী হওয়ার ফলে প্রকল্প পরিচালকেরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং অন্যান্য কার্যাদি প্রকল্প ব্যবস্থাপন ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

৮.৫। পরিদর্শনঃ প্রকল্পের মৌলভীবাজার অংশ গত ১৩/০৪/০৪ তারিখে, খাগড়াছড়ি অংশ ০৪/০৫/২০০৪ তারিখে,

অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে এবং সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৮.৬. । প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ঃ

৮.৬.১। ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন ঃ প্রকল্পের অনুমোদিত পিপিতে ০৬ (ছয়) বিঘা ভূমি অধিগ্রহণ এবং উক্ত ভূমির উন্নয়ন বাবদ ২৪.৫২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমুদয় অর্থ ব্যয়ে ০৬ (ছয়) বিঘা ভূমি অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৮.৬.২। ভৌত নির্মাণ ঃ

৮.৬.২.১। প্রশাসনিক ভবন, যাদুঘর এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ ঃ অনুমোদিত পিপিতে ৮২৬.৪৪ ব:মি: আয়তনের প্রশাসনিক কাম যাদুঘর এবং ১০০২.৮৪ ব:মি: আয়তনের অডিটোরিয়াম কাম প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ বাবদ সর্বমোট ২৪৮.৮৯ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমুদয় অর্থ ব্যয়ে ৮২৬.৪৪ ব:মি: আয়তনের প্রশাসনিক কাম যাদুঘর এবং ১০০২.৮৪ ব:মি: আয়তনের অডিটোরিয়াম কাম প্রশিক্ষণ ভবন নির্মিত হয়েছে। রাজশাহী, মৌলভীবাজার এবং খাগড়াছড়িতে স্থাপিত প্রতিটি অডিটরিয়ামই ২০০ আসন বিশিষ্ট। অডিটিরিয়ামের চারিদিকে পাকা দেয়াল হলেও উপরে টিন শেড। টিনশেডের নীচে ফ্লাই উড লাগান হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.৬.২.২। বক্স ড্রেইনেজ সিস্টেম নির্মাণ ঃ অনুমোদিত পিপিতে ৯২ ব:মি: আয়তনের বক্স ড্রেইনেজ সিস্টেম নির্মাণ বাবদ ৯.৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমুদয় অর্থ ব্যয়ে পিপি সংস্থান অনুযায়ী কেবলমাত্র খাগড়াছড়ি কেন্দ্রে উল্লেখিত কাজটি পিপি সংস্থানানুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে।

৮.৬.২.৩। বাউন্ডারী ওয়াল ঃ অনুমোদিত পিপিতে মূলগেট সহ ৭৫০.০৭ ব:মি: বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ বাবদ ৩৪.০৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমুদয় অর্থ ব্যয়ে ৭৫০.০৭ ব:মি: বাউন্ডারী ওয়াল (মূল গেট সহ) নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.৬.২.৪। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ঃ অনুমোদিত পিপিতে ১১৭৬.২০ ব:মি: অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ বাবদ ১১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উল্লেখিত পরিমান অর্থ ব্যয়ে ১১৭৬.২০ ব:মি: অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.৬.২.৫। চার্জ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ঃ অনুমোদিত পিপিতে মূল ব্যয়ের ৭.৫% হারে গণপূর্ত অধিদপ্তরের চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ২৪.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ অঙ্গে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআর - এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৬.৩। বনায়ন ঃ অনুমোদিত পিপিতে প্রকল্পের ০৩ (তিন) টি কেন্দ্রে বনায়ন কর্মসূচী বাবদ ০.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। সমুদয় অর্থ ব্যয়ে এ কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে।

৮.৬.৪। যন্ত্রপাতি ঃ অনুমোদিত পিপিতে যন্ত্রপাতি ও জেনারেটর ক্রয় বাবদ ৩৬.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ অঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে ৩২.৫৩ লক্ষ টাকা। এ অংগের আওতায় ৩ টি ৫০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের ৩ (তিন) টি কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ৫ (পাঁচ) টি কম্পিউটার, ৩ (তিন) টি টাইপ মেশিন এবং ১৩৬ টি বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে।

৮.৬.৫। আসবাবপত্র ঃ অনুমোদিত পিপিতে বিভিন্ন ধরনের ৯৪৯টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৪.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ অঙ্গে আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে ২৩.৬৮ লক্ষ টাকা। আববাবপত্রের মধ্যে রয়েছে ৭টি সোফা সেট, ১২টি স্টীল আলমারী, ২৭টি শোকেস, ১০টি কাঠের আলমারী, ৪টি ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ৩৫টি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১৩টি ফাইল কেবিনেট, ৬৭৫টি অডিটরিয়াম চেয়ার, ৩৫টি কনফারেন্স চেয়ার, ১৮টি স্টেজ কুশন চেয়ার, ৩২টি হাতল বিহীন চেয়ার, ৩টি কনফারেন্স টেবিল, ৫টি কম্পিউটার টেবিল, ১০টি স্টিলের র‌্যাক ইত্যাদি।

৮.৬.৬। যানবাহন ঃ অনুমোদিত প্রকল্পে ০১টি মাইক্রোবাস এবং ০২টি জীপ ক্রয় বাবদ সর্বমোট ৫৯.৭৫ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। সর্বমোট ৫৯.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে (মাইক্রোবাস ০১টি ও জীপ ০২টি)। মাইক্রোবাসটি শিল্পকলা একাডেমীর কাজে এবং জীপ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

৮.৬.৭। জনবল ঃ প্রকল্পের আওতায় ৪৪(চুয়াল্লিশ)জন জনবলের বেতন ভাতা বাবদ ২৯.৮১ লক্ষ টা র সংস্থা হল। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ের জন্য প্রকল্প পরিচালক একজন, হিসাবরক্ষক একজন, অফিস স কারী একজন, ড্রাইভার একজন, এবং এম.এল.এস.এস. একজন সহ পাঁচ জন, প্রতিটি একাডেমীর জন্য পরিচালক একজন, গবেষণা কর্মকর্তা একজন, প্রশিক্ষক পাঁচজন, কম্পিউটার অপারেটর একজন, গবেষণা সহকারী একজন, গাড়ীচালক একজন ও এম.এল.এস.এস. একজন সহ তিনটি একাডেমী/ইনস্টিটিউটে মোট ৩৬ জন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উপজাতীয় সেলের জন্য একজন সহকারী পরিচালক, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও একজন এম এল এস এস সহ সর্বমোট ৪৪(চুয়াল্লিশ)জন জনবলের সংস্থানানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কালের মধ্যে সমুদয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখাতে সর্বমোট ২২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩টি একাডেমীতে ১২(বার) জন করে মোট ৩৬(ছত্রিশ) জন এবং উপজাতীয় একাডেমী সমুহের সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উপজাতীয় সেলের ৩ জন সহ সর্বমোট ৩৯(উনচল্লিশ) জন জনবলকে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকে কর্মরত থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৮.৬.৮। টেলিফোন সংস্থাপন ঃ প্রকল্পের আওতায় ০৩টি একাডেমীতে ০৩টি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের জন্য ০১টি সহ মোট ০৪টি টেলিফোন সংস্থাপন বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যা , খাগড়াছড়ি এবং রাজশাহী একাডেমীতে টেলিফোন সংস্থাপন করা হলেও মনিপুরী ললিতকলা একাডেমীতে ট্রান্সমিটার স্থাপন এবং এতে ব্যয় বেশী হওয়াতে একেন্দ্রে টেলিফোন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃ ত ক্ষ এ অঙ্গে ০৩টি টেলিফোন সংস্থাপন এবং বিল বাবদ ১.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৬.৯। জ্বালানী ও মেরামত ঃ গাড়ীর মেরামত ও জ্বালানী বাবদ অনুমোদিত পিপিতে এ অঙ্গে ১৩.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকৃত পক্ষে ব্যয় হয়েছে ১০.৭৭ লক্ষ টাকা।

৮.৬.১০। অফিস ভাড়া ঃ অনুমোদিত পিপিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় ভাড়া বাবদ ২.৯৬ লক্ষ টাকার সংস্থাপন ছিল। এ অঙ্গে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের কার্যক্রম প্রথমে একটি ভাড়া বাড়ীতে শুরু হয়। পরবর্তীতে শিল্পকলা একডেমীর নিজস্ব ভবনে উক্ত অফিস স্থানান্তর করা হয়।

৮.৭.১১। মনোহরী ও অন্যান্য ঃ অনুমোদিত পিপিতে মনোহরী দ্রব্যাদি ক্রয় ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ১৮.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। বিজ্ঞাপন, ডাক, টিএ/ডিএ, ভূমি রেজিষ্টেশন ফি, আপ্যায়ন, পিপি প্রস্তুত, গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি বিল, সম্মানী, কাগজ, কলম ও আনুসঙ্গিক বাবদ এ অঙ্গে সর্বমোট ১৮.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৮। সুবিধাভোগীদের মতামত ঃ প্রকল্পটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। দেশের এ তিনটি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা, সামাজিক আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সম্বলিত জাতীয় সাংস্কৃতিক মূল স্রোত ধারাকে সমৃদ্ধ করা তথা দেশের আধুনিক সংস্কৃতির অঙ্গনে উপজাতীয় সংস্কৃতিকে পরিচালিত করার মাধ্যমে দেশে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে বলে অনেকে মনে করেন।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত উদ্দেশ্য
রাজশাহী, খাগড়াছড়ি এবং মৌলভীবাজার জেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমীর অবকাঠামোগত সুবিধাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা, ...	রাজশাহী,খাগড়াছড়ি ও মৌলভীবাজার জেলায় ৬ বিঘা জমির অধিগ্রহণের মাধ্যমে অডিটোরিয়াম, জাদুঘর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ তথা ৩টি সাংস্কৃতিক

করা এবং উপজাতীয় লোককাহিনী ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশ, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী গ্রহণ, উপজাতীয় সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য শিল্প ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে জাতীয় সংস্কৃতির মূল ধারাকে সমৃদ্ধি করার লক্ষে রাজশাহী, খাগড়াছড়ি ও মৌলভীবাজার জেলায় ০৩টি (তিনটি) সাংস্কৃতিক-একাডেমী স্থাপন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	

১০। উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ অনুমোদিত পিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

১১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১। আর্থিক শৃংখলা বর্হিভূত অর্থ ব্যয়ঃ অনুমোদিত পিপিতে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক মূল কাজের ৭.৫% হারে ২৪.০৭ লক্ষ টাকা ওয়ার্ক চার্জ ও কন্টিজেন্সী বাবদ সংস্থান ছিল। কিন্তু অর্থ বিভাগের ৭-৯-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের অর্থ/অবি/বা-৩/১-১৩২(৬)/৯৪/৬৫৬ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে পিপি এস্টিমেট হতে এদতসংক্রান্ত চার্জ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ভুল বশতঃ পিপিতে সংস্থান রাখা হলেও গণপূর্ত বিভাগের এ অর্থ গ্রহণ বা ব্যয় করার সুযোগ নেই। উল্লেখিত পত্রের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে বিধি বর্হিভুত অর্থগ্রহণ বা ব্যয় আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী কাজ।

১১.২। দূর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে তিনবার সংশোধন করা হয়েছে। মাত্র আট মাসের ব্যবধানে প্রকল্পটি দুবার সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পটির কষ্ট ওভার রান হয়েছে ২১৯.০৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৭১.৫৮% এবং টাইম ওভার রান হয়েছে সাড়ে পাঁচ বছর অথাৎ ১৮৩.৩৩% । পরিকল্পনা বিভাগের স্মারক নং পম /সমন্বয়-৮/৯৩/১৩৮ তারিখ ২৭-০৬-১৯৯৩ অনুযায়ী পিসিপি অনুমোদনের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ৪৫দিনের মধ্যে ডিপিইসির মাধ্যমে প্রকল্প ছক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার বিধান রয়েছে। মূল প্রকল্পের পিসিপি অনুমোদিত হয় ৩১-১০-১৯৯৫ তারিখে এবং ডিপিইসি অনুষ্ঠিত হয় ১৫-৭-৯৬ তারিখে এবং ২৬-১০-৯৭ খৃঃ তারিখে সরকারী অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আটমাস পর ডিপিইসি এবং প্রায় ২ বছর পর সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়- যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী ।

১১.৩। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ঃ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, আচার -আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রকল্পের পিপি সংস্থান অনুযায়ী নিয়োগকৃত ৩৯(উনচল্লিশ) জন জনবল স্ব স্ব পদে নিয়োজিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু বেতন-ভাতার অভাবে এদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হওয়ার আশংকা লক্ষ্য করা গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিনটি কেন্দ্রে মাত্র তিনজন(প্রতি কেন্দ্রে একজন) পাহারাদারের সংস্থান ছিল। একজন পাহারাদারের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। অনুমোদিত পিপিতে মালী/ঝাড়ুদার, ইলেকট্রিশিয়ান পদ না থাকায় একাডেমী পরিচালনায় দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া পিপি সংস্থান অনুযায়ী কর্মরত জনবলের পদবিন্যাসেও কিছুটা অসংগতি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.৪। মনিপুরী ললিতকলা একাডেমীতে চিহ্নিত সমস্যা ঃ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, টিনের অডিটোরিয়ামের টিনের নীচে বিভিন্ন স্থানে পানি চুয়াচ্ছে। এতে টিনের নীচে লাগান প্লাই-উড নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্লোপিং যথাযথ না হওয়ায় বারান্দার বিভিন্ন স্থানে পানি জমে আছে। এখানকার ফিনিশিং ওয়ার্ক ভাল হয়নি। দরজা ও রেলিং এ বার্নিশ লাগান হয়নি। দেয়ালে কিউরিং যথাযথ হয়নি। মেইন গেইটে পকেট গেইট না থাকায় বেশ সমস্যা হচ্ছে।

১২। সুপারিশ ঃ

১২.১। অর্থ বিভাগের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী ওয়ার্ক চার্জ ও কন্টিজেন্সি বাবদ ব্যয়কৃত ২৪.০৭ লক্ষ টাকা অনতিবিলম্বে গণপূর্ত বিভাগ হতে আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক চালানের কপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা আবশ্যক।

১২.২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কিংবা বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে এরূপ

মাধ্যমে পিপি চূড়ান্তকরণ এবং ডিপিইসি সভার এক বছর তিন মাস পর প্রশাসনিক অনুমোদন জারীর বিষয়টি মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা করতে পারে।

১২.৩। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন গতিশীল রাখার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৯ (উনচল্লিশ) জন জনবলের বেতন ভাতা সমস্যার আশু সমাধানের লক্ষ্যে জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক। এছাড়া কেন্দ্র সমূহের আর্থিক বিষয়াধি পরিচালনার জন্য কোন হিসাব রক্ষক নেই। বিদ্যমান গবেষণা সহকারী পদটি অফিস সহকারী পদে পূর্ণবিন্যাস করা যেতে পারে। একইভাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাথে সংগতি রেখে গবেষণা কর্মকর্তা পদটি সহকারী পরিচালক(গবেষণা , প্রশাসন ও অর্থ) পদে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

১২.৪। বাস্তবায়িত তিনটি একাডেমীর সাথে শিল্পকলা একাডেমীর সচিবের নিয়ন্ত্রনে সহকারী পরিচালকের অধীনে একটি উপজাতীয় সেল গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে রাখাইন উপজাতীয়দের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য কক্সবাজারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি প্রকল্পের পিসিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাজেই উপজাতীয় সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে নতুন নতুন একাডেমী সৃষ্টি এবং বিদ্যমান একাডেমীগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য শিল্পকলা একাডেমীতে গঠিত উপজাতীয় সেলটি শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন হবে। এছাড়া এ সেলের কম্পিউটার অপারেটরের পদটি শিল্পকলা একাডেমীর মূল অর্গানোগ্রামের সহিত সংগতি রেখে স্টেনোগ্রাফার/সমন্বয় সহকারী পদে পূর্নবিন্যাস করা যেতে পারে।

১২.৫। মৌলভীবাজারস্থ মনিপুর ললিতকলা একাডেমীর অডিটোরিয়ামে পানি চুয়ানো অবিলম্বে বন্ধ করা, দরজা ও রেলিং এ বার্নিশ লাগান, বারান্দার স্লোপিং ঠিক করা এবং মূল গেইটে একটি পকেট গেইট লাগান একান্ত আবশ্যক।

======= ০ =======

১৩/০৪/১৫